গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক যশোর সদর উপজেলার আড়পাড়া এলাকাস্থ পাইলটিংকৃত "খামার গুরু" নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন প্রতিবেদনঃ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক যশোর সদর উপজেলার আড়পাড়া এলাকায় পাইলটিংকৃত "খামার গুরু" নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগটি গত ২৪/০১/২০২০ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হাফছা বেগম, প্রোগ্রামার জনাব নূর মোহাম্মদ এবং বিএলআরআই, সাভার, ঢাকার ২জন প্রতিনিধিসহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে যশোর সদর উপজেলার আড়পাড়া এলাকায় পাইলটিংকৃত "খামার গুরু" নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ব্যবহারকারী কয়েকজনের সাথে মতবিনিময় করা হয়। এর আগে "খামার গুরু" নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগের উদ্ভাবক জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম তাঁর উদ্ভাবন নিয়ে মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন টিমের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উদ্ভাবক জানান যে, এই অ্যাপ্সের মোট পাঁচটি মডিউল রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

ক। গরু হৃষ্ট পুষ্ট করণ
খ। ছাগল পালন ব্যবসা
গ। মহিষ পালন
ঘ। দেশী মুরগি পালন ও
ঙ। দুগ্ধ খামার

পাইলটিংকৃত "খামার গুরু" নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ব্যবহারকারীদের সাথে মতবিনিময়ের সময় অ্যাপ্সের ব্যবহারকারী মোছাঃ তাঞ্জিলা আক্তার, মোঃ সাহেদুজ্জামান, মোছাঃ শাহজাদী বেগম, মোছাঃ রুজিনা বেগম এর সাথে অ্যাপ্সের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে ব্যবহারকারীগণ বলেন যে-

১। মোছাঃ তাঞ্জিলা আক্তার (মোবাইলঃ ০১৩০২-৪৪০৯০৮) বলেন যে, তিনি "খামার গুরু" নামক মোবাইল অ্যাপ্স ব্যবহার করে ছাগল পালন করেন। এই অ্যাপ্স ব্যবহার করে ছাগলের বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রতিকার করে থাকেন। একইসাথে উক্ত অ্যাপ্সে বর্ণিত ফর্মুলা অনুসারে ছাগলের জন্য সুষম খাবার প্রস্তুত করে থাকেন। এতে কম খরচে ছাগলের বৃদ্ধির হার বেশী এবংছাগল পালনের খরচও অনেক কমে গেছে ।

২। মোঃ সাহেদুজ্জামান (মোবাইলঃ ০১৭২৬-৯৩৩৮৬০) জানান যে, তিনি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত "খামার গুরু" অ্যাপ্স ব্যবহার করে ছাগল পালন করে থাকেন। সনাতন পদ্ধতিতে একটি ছাগল একবছর পালন করে যে পরিমাণ টাকা আয় করতেন এখন তাঁর দ্বিগুণ টাকা আয় করতে পারছেন। সুষম খাদ্য তৈরিকরণ পদ্ধতি জানার ফলে অল্প খরচে বেশি ছাগল পালন করতে পারছেন এবং দ্রুত ছাগলের ওজনও বৃদ্ধি পায় মর্মে তিনি উপস্থিত সকলকে জানান।

৩। মোছাঃ শাহজাদী বেগম জানান যে, তিনি "খামার গুরু" অ্যাপ্স ব্যবহার করে মুরগী পালন করেন। তিনি ০৫ টি মুরগী হতে শুরু করে বর্তমানে ১৫০ টি মুরগী পালন করছেন। তাঁর বাড়িতে মুরগির খামার ঘুরিয়ে দেখান এবং"খামার গুরু" অ্যাপ্স ব্যবহার করে মুরগির চিকিৎস্যা, খাবার ও ওজন সম্পর্কে ধারনা দেন। উক্ত অ্যাপ্স ব্যবহার করে সুষম খাবার প্রস্তুত প্রণালি জানার ফলে এখন মুরগী পালনে যেমন খরচ কমেছে তেমনি যথা সময়ে টিকা দেবার ফলে মুরগির মৃত্যুও হ্রাস পেয়েছে।

৪। মোছাঃ রুজিনা বেগম জানান যে, তিনি "খামার গুরু" অ্যাপ্স ব্যবহার করে মুরগী ও ছাগল লালন পালন করছেন। তিনি জানান যে, আগে তিনি যখন সনাতন পদ্ধতিতে মুরগী ও ছাগল পালন করতেন তখন তিনি জানতেন না কখন এগুলো বিক্রয় করতে হবে। কিন্তু এখন তিনি এই অ্যাপ্স ব্যবহার করে সময়মতো মুরগী ও ছাগল বিক্রি করে থাকেন। ফলে বিক্রিত ছাগল ও মুরগির সঠিক দাম পাচ্ছেন।

মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হাফছা বেগম-এর সাথে মতবিনিময়কালে "খামার গুরু" অ্যাপ্স ব্যবহারকারিগণ জানান যে, তাঁদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। হাঁসমুরগি ও ছাগল পালনে পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তা পেলে অ্যাপ্স ব্যবহার করে সহজেই আর্থিকভাবে তাঁরা স্বাবলম্বী হতে পারবে।

নলেজ শেয়ারিং: যশোর জেলায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হাফছা বেগম। সভায় এসিআর প্রণয়ন, অডিট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তিনি কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সরকারি বিধি-বিধান জেনে সঠিকভাবে মূল্যায়নের অনুরোধ জানান। সভায় প্রতিটি অফিসে নথি ব্যবস্থাপনার উপর জোড় দেওয়া হয়। বিশেষ করে পত্রগ্রহণ বহি (রিসিপ্ট রেজিস্টার) ও পত্র জারি রেজিস্টার, ক্যাশ বই ও বিল রেজিস্টার সঠিকভাবে লেখার অনুরোধ করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জনাব নূর মোহাম্মদ ই-নথি, ইনোভেশন ও সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি সরকারের ঘোষিত ভিশন ২০২১ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কেও একটি সম্যক ধারণা দেন। মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে সহজিকৃত পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ইনোভেশন ও সেবা সহজিকরণের উপর সরকারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ২০২১ সালে পেপারলেস অফিস কার্যক্রম পরিচালনার আগাম প্রস্তুতি এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-কে সামনে রেখে কাজ করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানানো হয়।

সুপারিশঃ

ক) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক যশোর সদর উপজেলার আড়পাড়া এলাকায় পাইলটিংকৃত "খামার গুরু" নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সহায়তায় সারা দেশে রেপ্লিকেশন করার সুপারিশ করা হলো।

খ) দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলমান ভাল ভাল উদ্ভাবনী উদ্যোগ রেপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হলো।

৪/১২/২০২১

হাফছা বেগম
উপসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়